বুধবার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে খালেদা জিয়ার জানাজা

রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে বুধবার বাদ জোহর সদ্যপ্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা জানান।

সালাহউদ্দিন আহমেদ আরও জানান, জানাজার পর শেরেবাংলা নগরে জিয়া উদ্যানে তার স্বামী এবং সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মঙ্গলবার ভোর ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে জানানো হয়, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায়, ফজরের নামাজের ঠিক পরে ইন্তেকাল করেছেন। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং সবার কাছে দোয়া চাইছি।’

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। এ সময় হাসপাতালে তার বড় ছেলে ও বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ পরিবারের নিকটাত্মীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

এক বছরে দেশে ঠেলে দেওয়া হলো ৩৭২ বাংলাদেশিকে

এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৩৭২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে বিএসএফ। এক বছরে

নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবর ২৬, মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন।

অক্টোবর ২৫, মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

১৮ অক্টোবর, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ১৯, মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ৬, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত

দিয়ে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার সকালে বিজিবির সদস্যরা ওই তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছেন।

আগস্ট ১৯, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

১৪ আগস্ট, মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

আগস্ট ১৩, মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আগস্ট ১, মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

২৯ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১০ জুন, ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়।

জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের

বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

হাদী হত্যার বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ

হাদী হত্যার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে সচেতন ছাত্রসমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। আজ রবিবার বিকেল ৩টায় মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তারা হাদী হত্যার ঘটনায় গভীর ক্ষোভ ও শোক প্রকাশ করে অবিলম্বে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান। তারা বলেন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হলে সমাজে অপরাধ প্রবণতা আরও বাড়বে। এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা কামনা করেন বক্তারা।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুইজ

উদ্দিন, ইব্রাহিম হোসেন, শেখ শাপলা খাতুন, জেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান ও আসিক রাব্বি, সদস্য (লিয়াজু/সংগঠন) মো. হাসনাত জামান সৈকত, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব মো. মুজাহিদুল ইসলাম, মারুফ হাসানসহ ছাত্রজনতার প্রতিনিধিরা।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড ও স্লোগানের মাধ্যমে হাদী হত্যার বিচার এবং নিরাপদ সমাজ গঠনের দাবি জানান। শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচি শেষে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়ে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

খাবারের অপচয় রোধ করতে হবে

পৃথিবীতে প্রতি রাতে ৮০ থেকে ৮৩ কোটির বেশি মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থা ঘুমাতে যায় যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার কম- বেশি ১০ শতাংশ এবং এই সংখ্যা দিন দিন বেড়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮.২ বিলিয়ন বা ৮২০ কোটিরও বেশি। বাংলাদেশের জনসংখ্যা কম-বেশি ১৮ কোটি। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে দেশে চার বছর ধরে দারিদ্র্যের হার বাড়ছে। সংস্থাটির মতে বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশের কিছু বেশি। সে হিসেবে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কম-বেশি ৩ কোটি ৬০ লাখ। দেশের জনসংখ্যার বড়ো একটি অংশ দারিদ্র্যসীমার কিছুটা ওপরে থাকে। তারা উচ্চ মূল্যস্ফীতির মতো বিভিন্ন আঘাতের কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে ২০২২ সালে সংখ্যাটি ছিল ৬ কোটি ২০ লাখ। ২০২৫ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে (GHI) বাংলাদেশের অবস্থান ৮৫তম, যা ১২৩টি দেশের মধ্যে ‘মাঝারি’ (Moderate) ক্ষুধার ক্যাটাগরিতে পড়েছে এবং স্কোর ১৯.২, যা ২০২৪ সালের তুলনায় কিছুটা ভালো। তবে, জাতিসংঘের ‘গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস ২০২৫’ অনুযায়ী, তীব্র খাদ্য সংকটে থাকা শীর্ষ ৫ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ চতুর্থ অবস্থানে আছে। ভারত (১০২তম) ও পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকলেও নেপাল ও শ্রীলঙ্কার চেয়ে পিছিয়ে আছে।

বিশ্বে প্রতিদিন না খেয়ে থাকা মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে,যা খুবই হতাশার সংবাদ। বিশ্বে প্রতিদিন যে পরিমান খাবার মানুষ অপচয়

করে তা দিয়ে কম-বেশ ১০০ কোটি মানুষকে খাওয়ানো যেতো। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় ১০০ কোটি মানুষের খাবার নষ্ট হয়, যা বিশ্বব্যাপী উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ । যেখানে কোটি কোটি মানুষ অনাহারে থাকে সেখানে এটা ভাবাও চরম বিলাসিতা। এই অপচয় পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ গুরুতর খাদ্য সংকটে ছিল এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৬০ কোটিতে পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে। ধনী দেশগুলোর আর্থিক সাহায্য কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সংঘাতের কারণে এই অভুক্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ২০২৪ সালে জাতিসংঘ মানবিক সাহায্যের জন্য চার হাজার ৯৬০ কোটি টাকা তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ৪৬ শতাংশ অর্থ তুলতে পেরেছিলো। অর্থের অভাবে জাতিসংঘ মানবিক সাহায্য সংস্থা প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অভুক্ত মানুষের কাছে খাবার পৌঁছাতে পারে নি।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) ও জাতিসংঘের তিন সংস্থা রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ দেশের ৩৬ জেলার ৯ কোটি ৬৬ লাখের বেশি মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা ও পুষ্টি অবস্থা বিশ্লেষণ করে গত ৩০ অক্টোবর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের দুর্যোগপ্রবণ জেলাগুলোর ১ কোটি ৬০ লাখ মানুষ বড়ো ধরনের খাদ্যসংকটে পড়তে যাচ্ছে। আর চরম অপুষ্টির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে ১৬ লাখ শিশু। বাংলাদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং কম-বেশি দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম। এটি ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সুফল অর্জনের একটি সুযোগ। জনসংখ্যার ৭ শতাংশ প্রায় ১.২ কোটি মানুষ ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সি, যা বয়স্ক জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিচ্ছে। জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ কম-বেশি ৩ কেটি ৫০ লাখ কিশোর-কিশোরী এবং ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণের সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি যা জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ। চরম অপুষ্টির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম।

খাদ্য অপচয়কে বুঝতে হলে ‘ফুড লস’ ও ‘ফুড ওয়েস্ট’ বুঝতে হবে। যখন শস্যদানা যেমন চাল-গম-ডাল, সবজি ও ফল, বিভিন্ন প্রাণীর মাংস, ডিম বা দুধ এসব উৎপাদনের পর বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে যেসব অপচয় হয় তাকে ‘ফুড লস’ বলে। কিন্তু যখন এসব খাবার বাড়ি বা রেস্তোরাঁ বা কমিউনিটি সেন্টারে রান্নার পর অপচয় হয় তখন সেটিকে ‘ফুড ওয়েস্ট’ বলা হয়। খাবার নষ্ট করা কোনো বিবেচনাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও অনেক সময় ইচ্ছা না থাকলেও খাবার নষ্ট হয়।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু খাবার নষ্টে মানসিকতাও অনেকটা দায়ি। হোটেল-রেস্টুরেন্টগুলোয় বুফে খেতে গিয়ে অনেক খাবার নষ্ট হয়। কোনো অনুষ্ঠানে প্রয়োজনের বেশি রান্না করা হয়, সেগুলোর অনেকটাই ডাস্টবিনে চলে যায়। শিল্পপ্রধান দেশগুলোতে প্রধানতঃ দোকান, বাসা ও খাওয়ার টেবিলে খাদ্যের অপচয় হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ফসল সংগ্রহ করার অদক্ষ পদ্ধতি, অপর্যাপ্ত খাদ্য গুদাম ও খাদ্য হিমায়িত রাখার অপ্রতুল ব্যবস্থা অথবা ক্ষেত থেকে বাজারের খাদ্য নিয়ে যাওয়ার সমস্যার কারণে ক্ষেত থেকে বের হবার আগেই বেশিরভাগ খাদ্যের অপচয় হয়।

খাদ্যের অপচয় রোধ করা এই মুহূর্তে মানবতার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। জীবন ধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে খাবার। খাবার অপচয় করার অর্থ হলো ক্ষুধার্ত এবং গরিবের মুখ থেকে কেড়ে নেয়া। কোনো এক সময় প্লেটের সব খাবার শেষ করে খেতে না পারা স্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে । কিন্তু অনেকে আছেন যাদের খাবার অপচয় করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, প্রতিবারেই তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার নিচ্ছে এবং অপচয় করছে যা একটা গুরুতর সমস্যা। তবে খাবার অপচয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব সহজ বিষয় নয়। তাহলে কীভাবে খাবার অপচয় রোধ করা সম্ভব। প্রথমত সবাইকে খাবার অপচয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। আমরা প্রতিদিন যত খাবার কিনি বা তৈরি করি তার কম-বেশি ১৪ শতাংশ খাবারই অপচয় হয়। শুধু খাবার অপচয় হলে যে ক্ষতি হয়, তার চেয়ে আরও বেশি ক্ষতি হয় পরিবেশের পঁচে যাওয়া খাবার থেকে যে পরিমাণ গ্রীন হাউস গ্যাস (মিথেন) নির্গত হয়, তা কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে প্রায় ২৫ গুণ বেশি ক্ষতিকারক।

বিশেষজ্ঞরা খাদ্যের অপচয় রোধে কিছু টিপস দিয়েছেন। এগুলো ফলো করলে একদিকে যেমন খাদ্যের অপচয় রোধ করা সম্ভব,তেমনি আর্থিকভাবেও লাভবান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ জন্য নিজেকে একটু স্মার্ট’ হতে হবে।বাজার করার আগেই জেনে নিতে হবে বাড়িতে কী আছে,আর কি নাই। আর প্রয়োজনইবা কতোটুকু। যা প্রয়োজন, কেবল ততটুকুই কিনতে হবে। বিশেষ করে পচনশীল খাবার কেনার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনের তালিকা করে নিয়ে বাজারে যেতে হবে। রোজ কতটা খাবার বা খাদ্য উপকরণ ফেলে দেওয়া হচ্ছে সেটিরও খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে সহজেই বুঝা যাবে কতটা অপচয় রোধ করার সুযোগ আছে । খাওয়ার সময় প্লেটে ততটুকুই খাবার নিতে হবে, যতটা খাওয়া সম্ভব ।

খাবার সংরক্ষণে যত্নবান হতে হবে। ফ্রিজ ও ডিপফ্রিজ নিয়মমাফিক

বড়ো কারণ, মানুষ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাবার কিনছে। এছাড়া তারা কতটুকু খেতে পারবে তার আন্দাজ করতে পারছে না। এতে খাবার উচ্ছিষ্ট থেকে যাচ্ছে। ইউএনইপি ২০২১ সালে ফুড ওয়েস্ট ইনডেক্স নামে রিপোর্ট প্রকাশ করে যাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে এক কোটি ৬ লাখ টন খাদ্য অপচয় হয়। মাথাপিছু খাদ্য অপচয়ের হারও বাংলাদেশে বেশি। ইউএনইপির ওই ইনডেক্স অনুযায়ী একজন বাংলাদেশি বছরে ৬৫ কেজি খাদ্য উপাদান কিংবা তৈরি খাদ্য নষ্ট করেন।আমাদের মতো গরিব দেশের জন্য এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই সবাইকে সচেতন হয়ে খাবার অপচয় রোধ করতে হবে।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

মাতৃভূমিতে তারেক রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশের মাটিতে পা রাখলেন তারেক রহমান। আজ সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি ২০২ ফ্লাইটটি অবতরণ করে।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান এবং মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিমানবন্দরের রেড জোনে তাকে শুভেচ্ছা জানাবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

সেখান থেকে বের হয়ে ঢাকার ৩০০ ফিট সড়কে দলের আয়োজিত গণসংবর্ধনা সমাবেশে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে তিনি নেতাকর্মীদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

এরপর তারেক রহমান মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন। এরপর তাঁর গুলশানের বাসভবনে ফেরার কথা রয়েছে।

এর আগে সকাল ৯টা ৫৫ মিনিটে সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে গ্রাউন্ড টার্নঅ্যারাউন্ডের পর

সকাল ১১টা ১২ মিনিটের দিকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে।

তারও আগে বুধবার লন্ডনের (২৪ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিট) তারেক রহমানকে বহনকারী ফ্লাইটটি লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

এদিকে ঐতিহাসিক এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে রাজধানীর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে এসেছে লাখ লাখ মানুষ।

তীব্র শীত উপেক্ষা করে রাত থেকে সমাবেশস্থলে অবস্থান নেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিড় বাড়তে শুরু করে। ভোর থেকে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত পুরো এলাকা।

সরেজমিন দেখা গেছে, রাজধানীর প্রায় সব এলাকা থেকে দল বেঁধে হেঁটে কিংবা বাস-ট্রাক-মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দিতে দিতে ৩০০ ফিট ও বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি

মাসিক একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অনেক সমাজের মতো বাংলাদেশেও মাসিক এখনো লজ্জা, ভ্রান্ত ধারণা ও নীরবতার আবরণে আবদ্ধ।

এই নীরবতা শুধু সামাজিক মনোভাবের কারণে নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অভাব এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা না থাকা। ফলে দেশের নারী ও কিশোরীদের একটি বড়ো অংশ আজও বৈজ্ঞানিকভাবে, নিরাপদ উপায়ে মাসিক সামলাতে পারে না।

একজন কিশোরীর প্রথম মাসিকের অভিজ্ঞতা যতটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা, বাস্তবে তা অনেক সময় ভয়, লজ্জা ও বিভ্রান্তির মিশ্র অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, মেয়েরা নিজের শরীরকে অবহেলা করতে শেখে,

লেখক: উপ প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৫

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৫ জন। এ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে সুখচর ইউনিয়নের জাগল্লার চরে এ ঘটনা ঘটে।

হাতিয়া থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, মঙ্গলবার সকালের দিকে উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের জাগলার চরে এই সংঘর্ষের ঘটে।

ওসি ঘটনাস্থলে আছেন জানিয়ে বলেন, এর মধ্যে একটি মরদেহ জেলা শহরে রয়েছে। বাকি চারটি মরদেহ ঘটনাস্থলে আছে।

সূত্র: bdnews 24.com

সিরাজগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাধীন যমুনা নদীর বালুবাহী ড্রেজার থেকে গণঅধিকার পরিষদের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী নৌ থানা পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীতে চলমান একটি ড্রেজার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর

ছেলে।

জানা গেছে, নিহত হাফিজসহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর এলাকায় বালুর ব্যবসা করতেন। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সহকর্মীরা তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে এনায়েতপুর থানা পুলিশ ও চৌহালী নৌ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন ঢাকা পোস্টকে বলেন, নিহতের শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। নিহত হাপিজ রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে।

হাদি হত্যার বিচার ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে: আইন উপদেষ্টা

শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার পুলিশ রিপোর্ট আসার সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে তিনি ভেরিফাইড ফেসবুক থেকে এক পোস্টে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার হবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২-এর ১০ ধারা অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট আসার পর সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা হবে।’

এদিকে, ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি বিচারিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি জানিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়।

সোমবার শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংবাদ সম্মেলনে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব আবদুল্লাহ আল জাবের এসব দাবি জানিয়েছেন।

ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণ শুধু রক্ত দিয়ে যাবে সেটা শেষ। এখন থেকে রক্ত দেব না। যারা আমার ভাইকে হত্যা করছে, তাদের বের করার দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু রক্ত নেওয়া শুরু করে দেবে। রক্তপাত একবার শুরু হয়ে গেলে আপনারা কিন্তু সেটা থামাতে পারবেন না। আপনাদের হুঁশিয়ারি করে বলতে চাই, ওসমান হাদির হত্যার সাথে যারা জড়িত তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করেন।’

তিনি বলেন, জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য এই হত্যাকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ ঘটনায় দৃশ্যমান ও কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে রাষ্ট্রের ওপর জনগণের আস্থা আরও ক্ষুণ্ন হবে। সেজন্য ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা নিতে হবে রাষ্ট্রকে।

এর আগে, ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদি ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। মাথায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৫ ডিসেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় ১৪ ডিসেম্বর ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় একটি হত্যাচেষ্টা মামলা করেন। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয়।

[redacted]

[redacted]